মানভূম মহাবিদ্যালয়

ফার্স্ট সেমিস্টারে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশনের সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে যেসব প্রশ্ন জাগে, তার কয়েকটির উত্তর

☐ কত বছর পড়তে হবে? ক'বার পরীক্ষা দিতে হবে? কখন কখন পরীক্ষা হবে?

➢ অনার্স কোর্সে পড়ো বা প্রোগ্রাম কোর্সেই পড়ো, তিন বছর ধ'রে পড়তে হবে। প্রতি বছর দু'টি ক'রে সেমিস্টার থাকে – ছ' মাসে এক সেমিস্টার। সুতরাং, তিন বছরে দু'টো ক'রে মোট ছ'টা সেমিস্টার থাকবে। প্রতি সেমিস্টারের শেষে ইউনিভার্সিটি সেই সেমিস্টারের বিষয়গুলোর পরীক্ষা নেবে। অর্থাৎ, তিন বছরে মোট ছ' দফা পরীক্ষা দিতে হবে।

কলেজে শিক্ষাবর্ষ বা অ্যাকাডেমিক ইয়ার শুরু হয় জুলাই মাস থেকে, শেষ হয় পরের বছর জুন মাসে।

এই ছ' মাসের হিসেবগুলো হয় সাধারণত এইভাবে –

প্রথম শিক্ষাবর্ষ - জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি – প্রথম সেমিস্টার
প্রথম শিক্ষাবর্ষ – জানুয়ারি থেকে জুন অবধি – দ্বিতীয় সেমিস্টার
দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষ – জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি – তৃতীয় সেমিস্টার
দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষ – জানুয়ারি থেকে জুন অবধি – চতুর্থ সেমিস্টার
তৃতীয় শিক্ষাবর্ষ – জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি – পঞ্চম সেমিস্টার
তৃতীয় শিক্ষাবর্ষ – জানুয়ারি থেকে জুন অবধি – ষষ্ঠ সেমিস্টার

এই করোনার উপদ্রবের সময়ে সেমিস্টারের সময়গুলি একটু আধটু এদিক ওদিক হচ্ছে, নাহলে বরাবর এই হিসেবেই চলে।

ওপরের তালিকা থেকে বুঝতে পারবে, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলো হয় মোটামুটি জুন ও ডিসেম্বর মাসে। প্রতি বছর জুন মাসে হয় দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা এবং ডিসেম্বর মাসে হয় প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষা।

প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমিস্টারগুলিকে একত্রে বলা হয় বিজোড় সেমিস্টার বা 'অড সেমিস্টার'; দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারগুলিকে একত্রে বলা হয় জোড় সেমিস্টার বা 'ইভেন সেমিস্টার'। সুতরাং, প্রতি বছর জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি দেখা যায় কলেজে অড সেমিস্টারের ক্লাস হচ্ছে এবং ডিসেম্বরে গিয়ে

ইউনিভার্সিটি এইসব সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নিচ্ছে; আবার, প্রতি বছর জানুয়ারি থেকে জুন অবধি দেখা যায় কলেজে ইভেন সেমিস্টারের ক্লাস হচ্ছে এবং জুনে গিয়ে ইউনিভার্সিটি এইসব সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নিচ্ছে।

কোনো সেমিস্টারে কোনো বিষয়ে ফেল করলে, সেই সেমিস্টারের বিষয়গুলির পরীক্ষা আরও দু'বার দিতে পারবে; অর্থাৎ মোট তিনটে চান্স। তাতেও পাস করতে না-পারলে ইউনিভার্সিটি থেকে নাম কাটা যাবে। ফেল করা বিষয়ের পরীক্ষা আবার সামনের বছর দিতে হবে; অর্থাৎ, ডিসেম্বরের পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে ফেল করলে সেই বিষয়ের পরীক্ষা আবার সামনের বছর ডিসেম্বরে দেওয়া যাবে, তেমনি জুনের পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে ফেল করলে সেই বিষয়ের পরীক্ষা আবার সামনের বছর জুনে দেওয়া যাবে। ফেল করতে থাকলে সবচেয়ে বেশি পাঁচ বছর ধ'রে কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দিতে থাকবে; কিন্তু প্রতি সেমিস্টারের প্রতি বিষয়ের জন্য তিনটে চান্স।

☐ অনার্স কোর্স আর প্রোগ্রাম কোর্সের পার্থক্য কি?

➢ অনার্স কোর্সে একটি বিষয়ে তুমি বিশেষ দক্ষতা লাভ করবে। সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় পড়তে হবে, কিন্তু, তুমি বলতে পারবে যে অমুক বিষয়ে তুমি বিশেষভাবে দক্ষ। যেমন, ইতিহাসে বিষয়ে অনার্স প'ড়ে পাস করলে তুমি বলতে পারবে যে তুমি ইতিহাস বিষয়ে বিশেষভাবে দক্ষ; সঙ্গে হয়তো বাংলা বা ভূগোল বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়লে।

প্রোগ্রাম কোর্সে পড়লে তোমাকে দু'টি বা তিনটি বিষয় নিয়ে পড়তে হবে। একটা হবে 'ডিসিপ্লিন এ' বা প্রথম বিষয় বা ফার্স্ট সাবজেক্ট। ফার্স্ট সাবজেক্টটা নিয়ে তোমাকে সামান্য বেশি পড়তে হবে। তুমি পাস ক'রে বেরোলে বলা হবে তুমি ওই ফার্স্ট সাবজেক্টটা নিয়ে প্রোগ্রাম কোর্সের ডিগ্রি পেয়েছো। যেমন, ধরা যাক, তুমি বাংলা ফার্স্ট সাবজেক্ট এবং ইতিহাস সেকেন্ড সাবজেক্ট নিয়ে প্রোগ্রাম কোর্সে পাস করলে। এরপর বলা হবে, তুমি বাংলায় প্রোগ্রাম কোর্সের ডিগ্রি পেয়েছো। প্রোগ্রাম কোর্সে তুমি যে বাংলায় ডিগ্রি পেলে, তাতে বলা যাবে না যে তুমি বাংলা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছো, বরং বলা যাবে যে তুমি বাংলা বিষয়ে সামান্য দক্ষতা অর্জন করেছো।

এবার, বাংলা বিষয় নিয়ে অনার্স পড়া আর বাংলা বিষয় নিয়ে প্রোগ্রাম কোর্সের পড়ার পার্থক্য হলো এই যে – অনার্স কোর্সে বাংলা বিষয়ের যে সিলেবাস থাকবে তা প্রোগ্রাম কোর্সের বাংলা বিষয়ের সিলেবাসের তুলনায় অনেক বড়ো এবং অনেক বেশি মন দিয়ে পরিশ্রম ক'রে পড়তে হবে। সুতরাং, কোনো বিষয়ে অনার্স পড়তে চাইলে তোমাকে আগে নিশ্চিত হ'তে হবে যে তুমি সেই মন লাগাতে এবং পরিশ্রম করতে রাজি আছো এবং তোমার সেই সময় আছে; নয়তো তুমি প্রোগ্রাম কোর্সে ভর্তি হবে।

☐ আমি কি যে কোনো বিষয়ে অনার্স/প্রোগ্রাম পড়তে পারি?

➢ না। ইউনিভার্সিটির নির্দেশিকা অনুযায়ী তোমাকে এমন বিষয়েই অনার্স/প্রোগ্রাম দেওয়া হবে যেটা তুমি হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে পড়েছো। কয়েকটি বিষয়ে অনার্স/প্রোগ্রাম পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোনো বিশেষ সাবজেক্ট (সংযুক্ত সাবজেক্ট) হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে প'ড়ে থাকতে হবে।

এছাড়াও, তোমাকে আগে দেখতে হবে তুমি যে বিষয়ে অনার্স পড়তে চাইছো, সেই বিষয়ে এই কলেজে অনার্স পড়ানো হয় কিনা।

মানভূম কলেজে যে যে বিষয়ে অনার্স পড়তে পারো, এবং সেই সেই বিষয়ে অনার্স পড়ার জন্য আবেদন করতে গেলে হায়ার সেকেন্ডারিতে কি কি সাবজেক্ট থাকা দরকার এবং সেই সব সাবজেক্টে কত কত নাম্বার থাকা দরকার তা নিচে দেওয়া হলো –

বিএ (অনার্স)

(১) বাংলা (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে বাংলা একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় বাংলায় ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে

(২) ইংরাজি (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে ইংরাজি একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ইংরাজিতে ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে

(৩) সাঁওতালি (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে সাঁওতালি একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় সাঁওতালিতে ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে; যদি কারুর হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে সাঁওতালি বিষয় না-থাকে, তাহলেও সে সাঁওতালি (অনার্স) পড়তে পারবে, কিন্তু তার মাতৃভাষা সাঁওতালি হ'তে হবে বা তাকে সাঁওতালি জানতে হবে

(৪) ইতিহাস (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে ইতিহাস একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ইতিহাসে ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে

(৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে

বিএসসি (অনার্স)

(১) ম্যাথামেটিক্স (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে ম্যাথামেটিক্স একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ম্যাথামেটিক্সে ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে

(২) কম্পিউটার সায়েন্স (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে ম্যাথামেটিক্স একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ম্যাথামেটিক্সে ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে

(৩) ভূগোল (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে ভূগোল একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ভূগোলে ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে

(৪) ইকোনমিক্স (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে; কোনো নির্দিষ্ট সাবজেক্ট হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে প'ড়ে থাকতে হবে, এমন নয়

বিকম (অনার্স)

বিকম (অনার্স) পড়তে চাইলে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে অ্যাকাউন্টেন্সি একটি সাবজেক্ট হিসেবে প'ড়ে থাকতে হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় অ্যাকাউন্টেন্সিতে ৪৫% এবং বেস্ট অফ ফোরে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে

সুতরাং, যে কোনো বিষয়ে অনার্স পড়তে চাইলে দেখতে হবে নিচের দু'টি বিষয় –

(১) তুমি বেস্ট অফ ফোরে অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়েছো কিনা;

(২) তুমি যে বিষয়ে অনার্স পড়তে চাইছো সেই বিষয়ে বা তার সংযুক্ত বিষয়ে অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়েছো কিনা।

এখানে খেয়াল রাখবে, কোনো বিষয়ে অনার্স পড়ার জন্য তোমার মোট নম্বর এবং বিষয়ে নম্বর যথেষ্ট থাকলে তুমি ওই বিষয়ে অনার্স পড়ার জন্য আবেদন বা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে, কিন্তু আবেদন সফল হবে কিনা অর্থাৎ অ্যাডমিশন পাবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

কলেজে যে কোনো বিষয়ে অনার্স কোর্সে বা প্রোগ্রাম কোর্সে নির্দিষ্ট সংখ্যক সিট থাকে, অর্থাৎ, কলেজে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টুডেন্টই কোনো একটি অনার্স বা প্রোগ্রাম বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে। কোন অনার্স বা প্রোগ্রাম সাবজেক্টে ক'টা সিট থাকবে, অর্থাৎ সর্বাধিক কতজন স্টুডেন্টকে কলেজ ভর্তি করাতে পারবে,

সেটা ইউনিভার্সিটি ঠিক ক'রে দেয়। একে বলে 'ইনটেক ক্যাপাসিটি'। কলেজ এই ইনটেক ক্যাপাসিটির বেশি স্টুডেন্ট ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স/প্রোগ্রামে ভর্তি করাতে পারবে না।

কিন্তু, প্রচুর সংখ্যক স্টুডেন্ট এক-একটা বিষয়ে অনার্স/প্রোগ্রাম পড়ার জন্য আবেদন করে। সেক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী কলেজ জমা-পড়া সমস্ত আবেদনপত্র বিচার ক'রে একটি 'মেরিট লিস্ট' তৈরি করে। বিচারের সময়ে দেখা হয় কে বেশি পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছে – বেস্ট অফ ফোরে এবং সেই বিষয়ে বা সংযুক্ত বিষয়ে। এইবার কলেজ একটি 'মেরিট লিস্ট' পাবলিশ করে। সেই মেরিট লিস্টে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি পার্সেন্ট নম্বর পাওয়া স্টুডেন্টদের প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী বেশি থেকে কম হিসেবে সাজানো থাকে। ধরা যাক, একটি বিষয়ে অনার্স কোর্সে ৫০টি সিট রয়েছে; ১৫০ জন ওই বিষয়ে অনার্স পড়ার জন্য আবেদন করেছে। এবার অ্যাপ্লিকেশনের ডেট পেরিয়ে যাওয়ার পর সরকার দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলেজ ৫০ জন সব থেকে ভালো রেজাল্ট করা স্টুডেন্টের নাম দিয়ে একটা মেরিট লিস্ট বের করলো। কলেজে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর দেখা গেলো, ওই ৫০ জনের মধ্যে থেকে ৪০ জন অ্যাডমিশন নিলো, ১০ জন নিলো না। তখন কলেজ আরেকটা মেরিট লিস্ট বের করলো, অবশিষ্ট ১০০ জনের মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালো ৩০ জনকে বেছে নিলো। সেখান থেকে দেখা গেলো ফাঁকা থাকা ১০টি সিট ভর্তি হয়ে গেলো; সেটা না-হ'লে আবার একটা মেরিট লিস্ট পাবলিশ করা হবে। এভাবে অ্যাডমিশনের লাস্ট ডেট অবধি চলতে থাকবে।

☐ অনার্স পড়তে গেলে প্রথম সেমিস্টারে কি কি সাবজেক্ট পড়তে হবে?

➢ ছ'টা সেমিস্টারেরই সিলেবাস পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় –
http://cbcs.skbuonline.in/syllabus_viewer/

এই সিলেবাস দেখলে বোঝা যাবে, বিএ (অনার্স) বা বিএসসি (অনার্স) বা বিকম (অনার্স) স্টুডেন্টদের ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়তে হবে –

(১) যে সাবজেক্ট নিয়ে অনার্স পড়ছো, সেই সাবজেক্টের দু'টি অনার্স পেপার (এক-একটি ৫০ নম্বর ক'রে, যার মধ্যে ১০ নম্বরের পরীক্ষা কলেজ ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট মারফৎ নেবে, বাকি ৪০ নম্বরের পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বরে নেবে) – এগুলিকে বলা হবে 'কোর কোর্স' বা CC পেপার।

(২) একটি জেনেরিক ইলেকটিভ (GE) পেপার (৫০ নম্বরের, যার মধ্যে ১০ নম্বরের পরীক্ষা কলেজ ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট মারফৎ নেবে, বাকি ৪০ নম্বরের পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বরে নেবে) – এই GE পেপার দেওয়ার জন্য অনার্স সাবজেক্ট ছাড়া অন্য সাবজেক্ট বাছতে হবে। এই বেছে নেওয়া GE সাবজেক্টের একটি পেপার থাকছে ফার্স্ট সেমিস্টারে, আরেকটি থাকবে সেকেন্ড সেমিস্টারে। ফার্স্ট সেমিস্টারে GE

সাবজেক্ট বাছার জন্য নিচের অপশনগুলো মানভূম কলেজে রয়েছে, এখান থেকেই একটা সাবজেক্ট বাছতে হবে – বাংলা, সাঁওতালি, ইংরাজি, সংস্কৃত, এডুকেশন, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি।

(৩) বিএ (অনার্স) কোর্সের সমস্ত স্টুডেন্টকে ফার্স্ট সেমিস্টারে বাধ্যতামূলকভাবে ৫০ নম্বরের এনভারমেন্টাল স্টাডিজ পড়তে হবে (৫০ নম্বরের পরীক্ষা, যার মধ্যে ১০ নম্বরের পরীক্ষা কলেজ ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট মারফৎ নেবে, বাকি ৪০ নম্বরের পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বরে নেবে।

এবার কোন পেপারে কি রয়েছে, সেগুলো সিলেবাস দেখলে বোঝা যাবে।

সুতরাং, বিএ (অনার্স), বিএসসি (অনার্স) এবং বিকম (অনার্স) – প্রতিটি স্ট্রিমেই প্রথম সেমিস্টারে চারটি ৫০ নম্বরের পেপার থাকছে। অর্থাৎ, ডিসেম্বরে গিয়ে মোট ৪০X৪ = ১৬০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। বাকি ৪০ নম্বরের পরীক্ষা কলেজে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট মারফৎ হয়ে যাচ্ছে।

☐ প্রোগ্রাম পড়তে গেলে প্রথম সেমিস্টারে কি কি সাবজেক্ট পড়তে হবে?

➢ ছ'টা সেমিস্টারেরই সিলেবাস পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় –
http://cbcs.skbuonline.in/syllabus_viewer/

এই সিলেবাস দেখলে বোঝা যাবে, বিএ (প্রোগ্রাম) স্টুডেন্টদের ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়তে হবে –

(১) দু'টি সাবজেক্ট বাছতে হবে, যার একটি হবে ডিসিপ্লিন 'এ', অন্যটি ডিসিপ্লিন 'বি'। মুখ্যত এই দু'টি সাবজেক্টই ছ'টি সেমিস্টার জুড়ে বিশদ পড়তে হবে। ফার্স্ট সেমিস্টারে এই ডিসিপ্লিন 'এ' এবং ডিসিপ্লিন 'বি' সাবজেক্টের একটি ক'রে মোট দু'টি পেপার থাকছে (এক-একটি ৫০ নম্বর ক'রে, যার মধ্যে ১০ নম্বরের পরীক্ষা কলেজ ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট মারফৎ নেবে, বাকি ৪০ নম্বরের পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বরে নেবে) – এগুলিকে বলা হবে 'কোর কোর্স' বা CC পেপার।

(২) বাধ্যতামূলকভাবে বিএ (প্রোগ্রাম) কোর্সের সকল স্টুডেন্টকে ফার্স্ট সেমিস্টারে একটি ল্যাঙ্গোয়েজ কোর কোর্স বা LCC পেপার পড়তে হবে। ফার্স্ট সেমিস্টারে এই LCC পেপার হিসেবে রয়েছে মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ বা MIL – মানভূম কলেজে LCC-MIL হিসেবে নেওয়া যাবে বাংলা।

(৩) বাধ্যতামূলকভাবে বিএ (প্রোগ্রাম) কোর্সের সকল স্টুডেন্টকে ফার্স্ট সেমিস্টারে একটি এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর কোর্স বা AECC পেপার পড়তে হবে। ফার্স্ট সেমিস্টারে এই AECC পেপার হিসেবে রয়েছে মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ বা MIL – মানভূম কলেজে AECC-MIL হিসেবে নেওয়া যাবে বাংলা বা ইংরাজি।

এবার কোন পেপারে কি রয়েছে, সেগুলো সিলেবাস দেখলে বোঝা যাবে।

বিএসসি (প্রোগ্রাম) স্টুডেন্টদের ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়তে হবে –

(১) তিনটি সাবজেক্ট বাছতে হবে, যার একটি হবে ডিসিপ্লিন 'এ', অন্যটি ডিসিপ্লিন 'বি', আরেকটি ডিসিপ্লিন 'সি'। মুখ্যত এই তিনটি সাবজেক্টই ছ'টি সেমিস্টার জুড়ে বিশদ পড়তে হবে। ফার্স্ট সেমিস্টারে এই ডিসিপ্লিন 'এ', ডিসিপ্লিন 'বি' এবং ডিসিপ্লিন 'সি' সাবজেক্টের একটি ক'রে মোট তিনটি পেপার থাকছে (এক-একটি ৫০ নম্বর ক'রে, যার মধ্যে ১০ নম্বরের পরীক্ষা কলেজ ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট মারফৎ নেবে, বাকি ৪০ নম্বরের পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বরে নেবে) – এগুলিকে বলা হবে 'কোর কোর্স' বা CC পেপার।

(২) বাধ্যতামূলকভাবে বিএসসি (প্রোগ্রাম) কোর্সের সকল স্টুডেন্টকে ফার্স্ট সেমিস্টারে একটি এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর কোর্স বা AECC পেপার পড়তে হবে। ফার্স্ট সেমিস্টারে এই AECC পেপার হিসেবে রয়েছে মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ বা MIL – মানভূম কলেজে AECC-MIL হিসেবে নেওয়া যাবে বাংলা বা ইংরাজি।

এবার কোন পেপারে কি রয়েছে, সেগুলো সিলেবাস দেখলে বোঝা যাবে।

বিকম (প্রোগ্রাম) স্টুডেন্টদের ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়তে হবে –

(১) বিকম (প্রোগ্রাম) কোর্সের দু'টি পেপার পড়তে হবে (এক-একটি ৫০ নম্বর ক'রে, যার মধ্যে ১০ নম্বরের পরীক্ষা কলেজ ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট মারফৎ নেবে, বাকি ৪০ নম্বরের পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বরে নেবে) – এগুলিকে বলা হবে 'কোর কোর্স' বা CC পেপার।

(২) বাধ্যতামূলকভাবে বিকম (প্রোগ্রাম) কোর্সের সকল স্টুডেন্টকে ফার্স্ট সেমিস্টারে একটি ল্যাঙ্গোয়েজ কোর কোর্স বা LCC পেপার পড়তে হবে। ফার্স্ট সেমিস্টারে এই LCC পেপার হিসেবে রয়েছে মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ বা MIL – মানভূম কলেজে LCC-MIL হিসেবে নেওয়া যাবে বাংলা।

(৩) বাধ্যতামূলকভাবে বিকম (প্রোগ্রাম) কোর্সের সকল স্টুডেন্টকে ফার্স্ট সেমিস্টারে একটি এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর কোর্স বা AECC পেপার পড়তে হবে। ফার্স্ট সেমিস্টারে এই AECC পেপার হিসেবে রয়েছে মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ বা MIL – মানভূম কলেজে AECC-MIL হিসেবে নেওয়া যাবে বাংলা বা ইংরাজি।

☐ প্রোগ্রাম কোর্সে কি কি সাবজেক্ট কম্বিনেশন পাবো?

➢

বিএ (প্রোগ্রাম)

ইউনিভার্সিটির নির্দেশ অনুযায়ী এবং কলেজে কি কি সাবজেক্ট পড়ানো হয়, তার ভিত্তিতে সাবজেক্টগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে –

গ্রুপ – এ

(১) বাংলা, (২) ইংরাজি, (৩) সাঁওতালি, (৪) সংস্কৃত

গ্রুপ – বি

(১) ইতিহাস, (২) এডুকেশন, (৩) ইকোনমিক্স

গ্রুপ – সি

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, (২) ভূগোল, (৩) সোশিওলজি, (৪) ফিজিক্যাল এডুকেশন

- এদের মধ্যে কোনো একটি সাবজেক্ট নিলে একই গ্রুপ থেকে অন্য সাবজেক্ট নেওয়া যাবে না। যেমন ধরো, কেউ ‘এডুকেশন’ নিলে ডিসিপ্লিন ‘এ;, তাহলে তাকে ডিসিপ্লিন ‘বি’ বাছতে গেলে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ সি থেকে বাছতে হবে, কারণ এডুকেশন রয়েছে গ্রুপ বি-তে। অর্থাৎ, এডুকেশন একটা সাবজেক্ট নিলে সঙ্গে ইতিহাস বা ইকোনমিক্স নেওয়া যাবে না। তেমনি, কেউ ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ ডিসিপ্লিন ‘এ’ হিসেবে নিলে সে ডিসিপ্লিন ‘বি’ হিসেবে ভূগোল বা সোশিওলজি বা ফিজিক্যাল এডুকেশন নিতে পারবে না, কারণ এই সাবজেক্টগুলিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে গ্রুপ সি-তে রয়েছে।

বিএসসি (প্রোগ্রাম)

ইউনিভার্সিটির নির্দেশ অনুযায়ী এবং কলেজে কি কি সাবজেক্ট পড়ানো হয়, তার ভিত্তিতে সাবজেক্টগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে –

গ্রুপ – এ

(১) ম্যাথামেটিক্স, (২) বটানি

গ্রুপ – বি

(১) কেমিস্ট্রি, (২) কম্পিউটার সায়েন্স

গ্রুপ – সি

(১) ফিজিক্স, (২) জুলজি

- এদের মধ্যে কোনো একটি সাবজেক্ট নিলে একই গ্রুপ থেকে অন্য সাবজেক্ট নেওয়া যাবে না। যেমন ধরো, কেউ 'কম্পিউটার সায়েন্স' নিলে ডিসিপ্লিন 'এ;, তাহলে তাকে ডিসিপ্লিন 'বি' বাছতে গেলে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ সি থেকে বাছতে হবে, কারণ কম্পিউটার সায়েন্স রয়েছে গ্রুপ বি-তে। অর্থাৎ, কম্পিউটার সায়েন্স একটা সাবজেক্ট নিলে সঙ্গে কেমিস্ট্রি নেওয়া যাবে না। তেমনি, কেউ 'ফিজিক্স' ডিসিপ্লিন 'এ' হিসেবে নিলে সে ডিসিপ্লিন 'বি' হিসেবে জুলজি নিতে পারবে না, কারণ জুলজি ফিজিক্সের সঙ্গে গ্রুপ সি-তে রয়েছে। বিএসসি (প্রোগ্রামে) মোট তিনটি সাবজেক্ট বাছতে হবে। ডিসিপ্লিন 'এ' এবং ডিসিপ্লিন 'বি'-র সঙ্গে রয়েছে ডিসিপ্লিন 'সি'। ডিসিপ্লিন 'এ' এবং ডিসিপ্লিন 'বি' হিসেবে দু'টি সাবজেক্ট বাছা হয়ে গেলে ডিসিপ্লিন 'সি' বাছতে হবে অবশিষ্ট গ্রুপটি থেকে। যেমন, যে গ্রুপ বি থেকে ডিসিপ্লিন 'এ' হিসেবে নিলো কম্পিউটার সায়েন্স, গ্রুপ সি থেকে ডিসিপ্লিন 'বি' হিসেবে নিলো ফিজিক্স, তাকে এবার গ্রুপ এ থেকে ডিসিপ্লিন 'সি' হিসেবে নিতে হবে ম্যাথামেটিক্স বা বটানি। এভাবে যে কোনো একটি গ্রুপ থেকে ডিসিপ্লিন 'এ' সাবজেক্ট বেছে নেওয়ার পর অন্য দু'টি গ্রুপ থেকে একটি-একটি ক'রে সাবজেক্ট ডিসিপ্লিন 'বি' ও ডিসিপ্লিন 'সি' হিসেবে বেছে নিতে হবে।

বিকম (প্রোগ্রাম)

বিকম (প্রোগ্রাম) পড়লে কোনো সাবজেক্ট বাছাবাছির ব্যাপার নেই; বিকম (প্রোগ্রাম) কোর্সে কোনো ডিসিপ্লিন 'এ' বা ডিসিপ্লিন 'বি' ব'লে কোনো ব্যাপার নেই; যা যা পেপার পড়ানো হবে, সবই কমার্সের, সঙ্গে LCC এবং AECC পেপারগুলি যেমন থাকার থাকবে।

বিশেষ কম্বিনেশন

(১) ভূগোল নিয়ে বিএসসি (প্রোগ্রাম) – ভূগোল হ'তে হবে ডিসিপ্লিন 'এ' এবং ম্যাথামেটিক্স আর ইকোনমিক্সের মধ্যে যে কোনো একটি হবে ডিসিপ্লিন 'বি' এবং অন্যটি ডিসিপ্লিন 'সি'

(২) ভূগোল নিয়ে বিএ (প্রোগ্রাম) – ভূগোল হ'তে হবে ডিসিপ্লিন 'এ' এবং ডিসিপ্লিন 'বি' হবে বি (প্রোগ্রাম)-এর জন্য নির্ধারিত গ্রুপ এ বা গ্রুপ বি থেকে যে কোনো একটি সাবজেক্ট

(৩) ইকোনমিক্স নিয়ে বিএসসি (প্রোগ্রাম) – ইকোনমিক্স হ'তে হবে ডিসিপ্লিন 'এ' এবং ম্যাথামেটিক্স আর ফিজিক্সের মধ্যে যে কোনো একটি হবে ডিসিপ্লিন 'বি' এবং অন্যটি ডিসিপ্লিন 'সি'

(৪) ইকোনমিক্স নিয়ে বিএ (প্রোগ্রাম) – ইকোনমিক্স হ'তে হবে ডিসিপ্লিন 'এ' এবং ডিসিপ্লিন 'বি' হবে বি (প্রোগ্রাম)-এর জন্য নির্ধারিত গ্রুপ এ বা গ্রুপ সি থেকে যে কোনো একটি সাবজেক্ট

☐ ডিসেম্বরে/জুনে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা কোথায় হবে? নিজের কলেজে/অন্য কলেজে/অনলাইনে?

➢ করোনা পরিস্থিতিতে সেমিস্টার-এন্ড পরীক্ষা ইউনিভার্সিটির নির্দেশ মতো হচ্ছে। এখনো অবধি সবাই বাড়িতে ব'সে পরীক্ষা দিয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে এসে খাতা জমা ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতি শুধরে গেলে ডিসেম্বরে/জুনে সেমিস্টার-এন্ডের পরীক্ষাগুলো অন্য কলেজে গিয়ে দিতে হবে। ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট এবং নিয়মিত ক্লাস টেস্ট করোনা পরিস্থিতিতে কলেজের অধ্যাপকরা অনলাইনে নিচ্ছেন, কিন্তু ছবি-তুলে অনলাইনে পাঠানো ওই ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের খাতা পরে কলেজে এসে নির্ধারিত দিনে জমা করতে হবে।

☐ অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাডমিশনের সময়ে সমস্যা হ'লে কোথায় যোগাযোগ করবো?

➢ অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিতে গিয়ে বা অনলাইনে অ্যাডমিশন নিতে গিয়ে কোনো সমস্যা হ'লে যে নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে, সেটি mmv.collegeoffice.in ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবে বাঁ-দিকে বক্স ক'রে দেওয়া আছে।

এছাড়া, https://manbhummv.ac.in/studenthelpnumbers.php ঠিকানায় গেলে দেখবে বিভিন্ন বিষয়ে কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তার লিস্ট দেওয়া আছে।